রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ডিসেম্বর ৮, ১৯৯৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

রিজলিউশন

তারিখ, ২৪শে অগ্রহায়ণ ১৪০৩ বাং/৮ই ডিসেম্বর ১৯৯৬ ইং

এস আর ও নং ২৩৪-আইন/৯৬—যেহেতু দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের নিকট ইহার সুফল পৌঁছানোর লক্ষ্যে সরকারের অংগীকার বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনকে সুষ্ঠু, স্বচ্ছ, দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক করার উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে;

এবং যেহেতু উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করার জন্য একটি সংস্কার কমিশন গঠন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, সরকার এতদ্বারা নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল:—

১। **জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন**—

(১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, অতঃপর কমিশন বলিয়া উল্লিখিত, নামে একটি কমিশন গঠন করিবে।

(২) কমিশন একজন চেয়ারম্যান, একজন পূর্ণকালীন সদস্য এবং সাতজন খণ্ডকালীন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) গঠনের তারিখ হইতে কমিশনের মেয়াদ হইবে দুই বৎসর।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এর ব্যবস্থা সাপেক্ষে, কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চ পর্যায়ের প্রজ্ঞা ও প্রশাসনিক বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান এবং প্রশাসনিক বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গণপ্রজাতন্ত্রী

মূল্য: টাকা ২.০০

বাংলাদেশ সরকারের সচিব ছিলেন বা আছেন এইরূপ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে পূর্ণ-কলীন সদস্য নিয়োগ করা হইবে;

আরও শর্ত থাকে যে, খণ্ডকালীন সদস্যদের মধ্যে দুইজন নেতৃস্থানীয় জনপ্রতিনিধি, দুইজন এনজিওসহ অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং একজন একাডেমিক পেশার প্রতিনিধি হইবেন;

(৫) সিএন্ডএজি এবং প্রধানমন্ত্রীর এফিসিয়েন্সী সচিব পদাধিকারবলে খণ্ডকালীন সদস্য হইবেন।

(৬) কমিশনের সদস্যদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

২। কমিশনের কার্যপরিধি।

(১) কমিশনের কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা:

ক. পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এফিসিয়েন্সী স্ট্যাডি, ১৯৮৯, পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেক্টর স্ট্যাডি, ১৯৯৩, টু ওয়ার্ডস বেটার গভর্নমেন্ট ইন বাংলাদেশ, ১৯৯৩, গভর্নমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস রিফরমিং দি পাবলিক সেক্টর, ১৯৯৬, সংশ্লিষ্ট বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট এবং প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির প্রতিবেদন, ১৯৯৬ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া ঐ গুলিতে প্রদত্ত বাস্তবায়নোপযোগী সুপারিশ চিহ্নিত করা;

খ. জনপ্রশাসনে বিদ্যমান স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকরতা উন্নয়নে সুপারিশ করা;

গ. সরকারের আকার ও সম্পৃক্তি প্রশাসনের জনবল সংকোচনের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;

ঘ. সিভিল সার্ভিসের সংগঠন ও 'ইনসেনটিভস' ব্যবস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পর্যালোচনান্তে উহাদিগকে অধিকতর কার্যকর, সময়োপযোগী ও গতিশীল করার নিমিত্ত সুপারিশ প্রদান করা;

ঙ. সংশ্লিষ্ট আইনগত, বিধিগত ও প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন সুপারিশ করা;

চ. সরকারী কর্মকান্ড বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সুপারিশ প্রদান করা;

ছ. প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি প্রবণতা রোধকল্পে সুস্পষ্ট সুপারিশ করা;

জ. সংসদীয় তত্ত্বাবধান জোরদারকরণের বিষয়ে সুপারিশ করা;

ঝ. ব্যয় সচেতনতা ও 'ভ্যালু ফর মানি' এবং ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণে সুপারিশ করা; এবং

ঞ. উপরি-উক্ত বিষয়সমূহের সহিত সম্পৃক্ত এবং প্রাসংগিক অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ করা।

(২) কমিশন উহার বিভিন্ন সুপারিশ, আর্থিকসহ অন্যান্য সংশ্লেষসমূহ এবং ঐ গুলি বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট উপায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামতসহ, সময় সময়, সরকারের সমীপে প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) কমিশন উহার সুপারিশ প্রণয়নের স্বার্থে:

ক. আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৯ নং আইন) এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইন কমিশন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এফিসিয়েন্সী ইউনিট (যদি থাকে), রিফরমস ইন বাজেট এন্ড এক্সপেনডিচার কন্ট্রোল প্রকল্প এবং এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কার্যপরিধির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহিত প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করিতে পারিবে; এবং

খ. রাজনীতিবিদ, সংসদ সদস্য, ট্রেড ইউনিয়ন, এনজিও, মহিলা সংস্থা, ব্যবসায়ী সমিতি, একাডেমিক কমিউনিটি এবং কমিশন কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত যে কোন পেশাজীবীদের ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন করিয়া উন্মুক্ত মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩। সদস্য কো-অপসন:

কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত উদ্দেশ্যে ও মেয়াদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ যে কোন ব্যক্তিকে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

৪। কর্মকর্তা ও কর্মচারী:

কমিশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকার নির্ধারিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৫। কমিশনের পূর্ণ রিপোর্ট পেশ:
কমিশন উহার পূর্ণ রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর সমীপে পেশ করিবে।

৬। কমিশনের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, ইত্যাদি:—

(১) সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কমিশনের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হইবে এবং কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) কমিশনের ব্যয় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বাজেটে প্রতিফলিত হইবে এবং অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেটের অর্থ বরাদ্দ করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সফিউর রহমান
সচিব।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।